Revised Edition, Oct 2018

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

একজন আল্লাহওয়ালার সঙ্গে সোহবতের গল্প

পথের দিশা

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সোহবতের গল্প পথের দিশা
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

উত্তরা বিক্রয়কেন্দ্র : বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫–২০১৮ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে বইটি ভিন্ন ভাষায় অনুবাদের অনুমতি রয়েছে।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
তৃতীয় প্রকাশ ও দ্বিতীয় সংস্করণ : সফর ১৪৪০ / অক্টোবর ২০১৮
দ্বিতীয় প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ : মুহাররম ১৪৩৬ / নভেম্বর ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : রমযান ১৪৩৫ / জুলাই ২০১৪
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : সানোয়ার হুসাইন, জাবির মুহাম্মদ হাবীব, আব্দুল কাদের

ISBN : 978-984-91175-7-5

মূল্য : ৳৪০০ (চার শত টাকা মাত্র); US $15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com; www.kitabghor.com;
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সাধারণ মানুষ থেকে আল্লাহওয়ালাদের জীবন ভিন্ন। আবার সব আল্লাহওয়ালাদের জীবন একরকম নয়। এই ভিন্নতার প্রেক্ষিত তারা সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করে নিয়েছেন। তারপর তাদের জীবন এবং কর্মের মধ্যেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এভাবে বিভিন্ন রুচিবোধের মানুষের জন্য হেদায়েতের পথকে সহজ করেছেন।

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এমন একজন আল্লাহওয়ালা যার বিনয় ও ধৈর্য, দুনিয়া বিমুখতা এবং সর্বোপরি, সত্যের পথে নিরলস সাধনা বর্তমান সমাজে এক ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। তার আশৈশব বেড়ে ওঠা ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের জন্য এক বিশেষ অনুপ্রেরণা। পরবর্তীকালে উলামায়ে কেরামের সোহবত তাকে এমন উচ্চতায় আসীন করেছে যে, উলামাদের জন্যও তিনি পরিণত হয়েছেন এক বাস্তব আদর্শে। তার বিখ্যাত কথা, 'আমি নিজে আলেম নই। কিন্তু উলামায়ে কেরামের জুতা বহন করতে পারাটাও আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি।' এই এক বিরল অনুভূতি নিয়েই তিনি দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছেন। ইসলাহী কর্মকাণ্ডে তার সহজ-সরল উপস্থাপনা সবাইকে মুগ্ধ করে। তার সাথে থাকা, সফর করা এবং খেদমত করতে পারা—এক পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থেকে কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এ কিতাবে হজ-উমরার সফর, আমেরিকা সফর ও দেশের বিভিন্ন স্থানে দ্বীনি সফরের কিছু ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এসব ঘটনা থেকে সব ধরনের পাঠক নিশ্চিতভাবেই উপকৃত হবেন। যারা প্রফেসর হযরতকে জানেন, তারা আপ্লুত হবেন। আর যারা এখনো তার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেননি, তারা বিস্মিত হবেন।

নিজের অযোগ্যতা, জ্ঞানের স্বল্পতা এবং সর্বোপরি গায়রে আলেম হিসেবে এরকম একজন মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাগুলো লেখা সহজ নয়। আল্লাহ তা'আলা আমার এ চেষ্টাকে কবুল করুন। সবার জন্য হেদায়েতের উৎস বানিয়ে দেন।

আলহামদুলিল্লাহ, পথের দিশা কিতাবের দু-টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবটির ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এখানে দু-টি খণ্ড এক মলাটে প্রকাশ করা হলো। নতুনভাবে ছাপানোর আগে বইটি সংস্করণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বইয়ের কলেবর কমানোর জন্য এখানে কোনো বয়ান দেওয়া হয়নি। প্রফেসর হযরতের বয়ানের মোট পাঁচটি খণ্ড ইতিমধ্যে *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো দেখা যেতে পারে।

মাওলানা মুহাম্মাদ রিজওয়ানুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, মাওলানা মুহাম্মাদ আরীফুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, মুহাম্মাদ তৈয়বুর রহমান সাহেব, মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন সাহেবসহ অনেকে এ সংকলনের সম্পাদনাসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। যাকে নিয়ে এ কিতাব লেখা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দীর্ঘ ও নেক হায়াত নসীব করুন। তার রুহানী, জিসমানী শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিন। আমাদের তার ফয়েয ও বরকত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, **মাকতাবাতুল ফুরকান**
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

২০ অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ী / ১০ সফর ১৪৪০ হিজরী

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

আমি নেককারদের মহব্বত করি, যদিও তাদের মতো হতে পারিনি,
আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করি, তিনি আমাকে
নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন।

এই আমি তোমার সাথে প্রতি মুহূর্তে পথ চলি
আমার সব স্মৃতি—দুঃখ-ব্যথার ঘন বরষার মন,
বসন্তের পুষ্পিত হিল্লোল, রাতের গহীনে একাকী ক্রন্দন,
ঘরের কোণে ভালোবাসার নিত্য আনাগোনা—সব তোমাকে ঘিরে
এ জীবন শেষ হয়ে গেলেও আমি তোমার সঙ্গেই থাকতে চাই।

সূচিপত্র

দেশ-বিদেশে সফর (১৯৯৫-২০১৪)

প্রথম চট্টগ্রামে দেখা ১৩
নফল ইবাদত ১৭
রোগী দেখা ১৯
মাদরাসা থেকে স্কুলে ২১
একটি আয়াত, একটি ঘটনা ২৩
এক সফরে জুমুআরনামায ২৬
সিলেট সফরে রাতের ডিনার ২৮
মায়ের অপূর্ণ ইচ্ছা ৩১
বিদ্যাকুট মকতব ৩৩
এক বিকেলের ঘটনা ৩৬
জানাযা ৪১
একজন আলেমের খেদমত ৪৪
হযরতের হাদিয়া ৪৮
রিকশায় ভ্রমণ ৫১
ইংরেজি ক্লাশ ৫৪
টাঙ্গাইল সফর ৫৭
একজন ইয়েমেনি ৬১
মকতব পরিদর্শন ৬৩
দাড়ি ৬৮
মাদরাসা শিক্ষা ৭২
ফরমাল লেকচার ৭৭
বড় কর্মকর্তার দ্বীনদারী ৮১
পাত্র-পাত্রী চাই ৮৪
দ্বীনি মাহফিল ও খাবারের দাওয়াত ৮৮
চাঁদা কালেকশন ৯১
দাওয়াতুল হক ৯৪
দায়িত্ব ৯৬

সাদেকীন ৯৮
মাদরাসার খাদেম ১০১
নফসের ইসলাহ ১০৫
বিয়ের দাওয়াত ১১০
ভোরের আকাশ ১১৩
যাহেরী ও বাতেনী আমল ১১৬
বড়দের দ্বীনি খেদমত ১১৯
খাওয়ার সুন্নাত ১২৮
যাকাতের টাকা ১৩১
সকালের গল্প ১৩৪
রাগ হজম ১৩৯
একটি ঘটনা ও হেকমত শিক্ষা ১৪৩
চাঁন্দগায়ে এক রাত ১৪৭
জরিমানা ১৫১
সংসার ১৫৪
একজন আল্লাহওয়ালার সাথে দেখা ১৫৭

মক্কা-মদীনার পথে (১৯৯৭-২০১৪)

কাবা ঘরের সামনে এক বৃদ্ধ ১৬৩
হারদুই হযরতের সঙ্গে দেখা ১৬৫
মীনার তাবুতে আগুন ১৬৮
এক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও তার বৃদ্ধা মা ১৭১
পথ হারানো হাজী ১৭৪
হযরতের সঙ্গে তাওয়াফ ১৭৭
আরাফার পথে ১৮০
মদীনায় একাকী হযরতের সাথে ১৮৩
লাগেজ হারানোর গল্প ১৯১
উমরার প্যাসেঞ্জার ১৯৪
খাদেম ১৯৭
মদীনায় একদিন ২০০

দেশ-বিদেশে সফর

(১৯৯৫-২০১৪)

প্রথম চট্টগ্রামে দেখা

১৯৯৫ সাল। বুয়েট থেকে কেবল নেভীর জীবনে ফিরে এসেছি। কঠিন জীবন। জাহাজে থাকতে হচ্ছে। ফ্রিগেট। তিনশ তিরিশ ফিট লম্বা। থাকার জায়গাটা সুবিধের না। জুনিয়র অফিসার। এক কেবিনে মোট বারোজন থাকতে হয়। উপরে-নীচে বেড। একজনের মাথার কাছে পা রেখে উপরে উঠতে হয়। শোয়ার পর এক হাত উঁচুতে ডেক। উপরের দিকে হাত সোজা করা যায় না। এভাবে আর ভালো লাগে না। সমুদ্রে গেলে অসুস্থ হয়ে যেতে হয়। ঢেউয়ের তোড়ে পেটে কিছু থাকে না। সব বের হয়ে আসে। তীরে আসলেও সেই বিদঘুটে গন্ধটা যায় না।

দুপুর দুইটায় অফিস শেষ। খাবার খেয়ে কেবল একটু লম্বা হয়েছি। বাইরে গরম। ভেতরে আরও বেশি। এর মধ্যেই রেস্ট নিতে হবে। কিছু করার নেই। উল্টোপাল্টা ভাবনার মধ্যেই আমার একটা শোর কল (Shore Call) এলো। 'শোর কল' মানে বাইরের কল। বেসের বাইরে থেকে কেউ কল করেছে। বাবা-মা প্রায়ই ফোন করেন। খোঁজ-খবর নেন। দুঃখের কথা বেশি বলা যায় না। তারা কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে যান। এখন অবশ্য তাদের ফোন করার কথা না। অন্য কেউ হয়তো করেছে।

জেটি থেকে জাহাজে ওঠার জন্য সিঁড়ি লাগানো থাকে। এটাকে গ্যাংওয়ে বলে। এখানে সেন্ট্রিরা পালাক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটিতে থাকে। তারাই জাহাজের টেলিফোন রিসিভ করে। প্রতিটি জাহাজের জন্য একটা গ্যাংওয়ে ফোন নম্বর থাকে। এ নম্বরেই আমার ফোন এসেছে। জুনিয়র অফিসারদের ক্যাবিনে এর কোনো প্যারালাল লাইন নেই। গ্যাংওয়ে এসে ফোন রিসিভ করতে হয়। পানির নীচে আমার কেবিন। উপরের ডেক থেকে তিন ফ্লোর নীচে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। টেলিফোন ধরে কথা বলা শুরু করলাম,

'আসসালামু আলাইকুম।'
'ওয়াআলাইকুমুসসালাম। আমি হামীদুর রহমান।'
আমি আকাশ থেকে পড়লাম। হযরতের কণ্ঠস্বর। বুঝে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু চট্টগ্রামে এলেন কখন? আর আসবেনই যদি, আমি জানি না কেন? প্রশ্ন করার সময় পেলাম না। হযরত বললেন, 'আমি আজ সকালে চট্টগ্রাম এসেছি।'
আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোথাও প্রোগ্রাম আছে। প্রোগ্রামের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, 'প্রোগ্রাম একটাই। তোমাকে দেখতে এসেছি। আজই বিকেলের ফ্লাইটে চলে যাব।'
আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না। শুধু আমার জন্য এসেছেন! কী থেকে কী বলব, বুঝে উঠতে পারলাম না।
'হযরত, এখন কোথায় আছেন?'
'শহরে আমার এক ভায়রা থাকেন। জনাব আব্দুর রহমান ঠাকুর সাহেব। তার বাসায় উঠেছি।'
'তুমি আসতে পারবে?'
'জি। আমি এখনই আসছি।'
'কীভাবে আসবে? এই যে আমার ভায়রার সাথে কথা বলে ঠিকানা জেনে নাও।'

আমি ঠিকানা জেনে তখনই বের হয়ে গেলাম। শহরের ভিড় ঠেলে কেমন করে যে সেখানে মুহূর্তে পৌঁছে গেলাম, সব কিছু মনে নেই। হযরতের সাথে দেখা হলো। চট্টগ্রামে হযরতের সাথে এই প্রথম দেখা। আমার ভাবতেই অবাক লাগছে, হযরত কেবল আমার সাথে দেখা করার জন্যই চট্টগ্রাম এসেছেন! এখন বেশি ভাবার সময় নেই। হযরতকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। আসরের পরেই ফ্লাইট। ঘণ্টা দুয়েক আছে। যাবার পথে নেভীতে আমার জাহাজ দেখে যাবেন।

চট্টগ্রামে হযরত অনেকবারই এসেছেন। কখনো নেভীর এলাকায় ঢোকেননি। দরকারও হয়নি। নেভীর সবচেয়ে বড় ঘাঁটি পতেঙ্গায়। বিএনএস ঈসা খান। আমি হযরতকে নিয়ে পুরো এলাকা ঘুরিয়ে দেখালাম। তারপর জাহাজে নিয়ে এলাম।

জাহাজে অফিসারদের বসার জন্য একটা রুম আছে। ওয়ার্ডরুম। নেভাল টার্ম। অন্যসব সার্ভিস থেকে নেভীর কালচার আলাদা। জায়গার নামের সাথেও কোনো মিল নেই। আমরা ওয়ার্ডরুমে ঢুকলাম। কিছু পরিচিত বন্ধুকে থাকতে বলেছিলাম। তারা এসেছে। দু-জন সিনিয়র অফিসার পাশের জাহাজে ছিলেন। দু-জনেরই দাড়ি আছে। তাবলীগ করেন। হযরতের কথা শুনে তারাও এসেছেন। আমি স্টুয়ার্ডদের নাস্তা দিতে বলেছি। সময় বেশি নেই। হযরত বললেন, 'আমার এখন কী হুকুম?' আমি বললাম, 'আমরা কিছু নসীহত শুনতে চাচ্ছি।'

হযরতের বয়ান আমার কাছে খুব ভালো লাগে। ডিফেন্সে লেকচার দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন স্টাইল শেখানো হয়, হযরতের বয়ানে তার সবই আছে। এমন ধর্মীয় বয়ান সচরাচর শোনা যায় না। এজন্য সব বয়ান রেকর্ড করি। ডিফেন্সের সব এলাকাই সিক্রেট। নেভীর জাহাজ আরও বেশি। এখানে তো দ্বীনি মাহফিল করা যায় না। অনুমতি চাইলে কেউ অনুমতি দেবে না। পুরো ব্যাপারটা ইনফরমাল থাকল। ছোট একটা ব্যাগে টেপ রেকর্ডার ভরে হযরতের সামনে রেখে দিলাম। যেন কেউ বুঝতে না পারে, বয়ান রেকর্ড হচ্ছে।

নাস্তা দেওয়া হয়েছে। হযরত একটু খেলেন। তারপর কথা বলা শুরু করলেন। চারিদিকে সোফায় সবাই বসে আছে। হযরত গল্প করার স্টাইলে নসীহত করলেন। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বললেন। প্রথম দেখা যেমন মনে পড়ে, কথাগুলোও মনে আছে। হযরত বললেন,

> আদম আলীর সাথে পরিচয় ছিল বলে সে যেমন আমাকে বিএনএস ঈসা খান ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল, তেমনি যাদের সাথে ওই রাজ্যের পরিচয় আছে, তারাও আপনাকে নিয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াবেন। যে রাজ্য দেখা যায় না, সেটা হলো অন্তরের রাজ্য। অন্তরের রাজ্যে পরিভ্রমণের জন্য আপনার একজন গাইড দরকার। এখন সে রাজ্যের বাসিন্দা কে? আল্লাহওয়ালারা। আল্লাহওয়ালা কারা? মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. তার বিখ্যাত *কসদুস সাবিল* কিতাবে দশটি গুণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এই দশটি গুণ যদি কারও মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তাকে আপনি

> আল্লাহওয়ালা বলেন। তার সাথে মেলামেশার চেষ্টা করেন। আর কী সহজ চান? আল্লাহওয়ালা কারও সাথে পরিচয় থাকলে যে রাজ্যের খবর কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায় না, সে রাজ্যে ভ্রমণ করা সহজ হয়ে যায়। আমি অতীন্দ্রিয় (Supernatural) কোনো জগতের কথা বলছি না। অনুভূতির রাজ্যে ভ্রমণের জন্য আপনার একজন গাইড দরকার। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন।

আসরের সময় হয়ে যাচ্ছে। এয়ারপোর্টে গিয়ে নামায পড়তে হবে। হযরতের সাথে গাড়ি ছিল। আমরা এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

নফল ইবাদত

অফিসের ছুটি সহজে মেলে না। নেভীর জীবন। চট্টগ্রামে বছরের পর বছর চাকুরী। জীবন এখানেই শেষ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। জাহাজ সমুদ্রে গেলে ছুটি চাওয়া যায় না। তীরে আসলে আবার যাবার প্রস্তুতি শুরু হয়। ছুটি মেলে না। অতি কষ্টে একবার দু-দিন ছুটি মিলল। দুআ-দরূদ পড়ে বড় সাহেবকে বলাতে তিনি রাজী হলেন। অমনি রাতের ট্রেনে ঢাকা। আর ঢাকা মানেই হযরতের সাথে দেখা হওয়া। সে এক অপার আনন্দ!

হযরত কী এক কাজে বুয়েটে আসবেন সকালে। বুয়েটের চাকুরী ছেড়েছেন প্রায় এক বছর। এখন বুয়েটে ক্লাশ নেন না। তবুও মাঝে মাঝে কিছু সেশনাল ক্লাশে ডাক পড়ে। হযরতের ক্লাশ নিতে এখনো কেউ যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। শিক্ষকদের শেখানোর জন্যও আসতে হয়। আমাকে সময় দিলেন সকাল দশটায়। আমি বুয়েটে এসে হাজির।

ইএমই বিল্ডিং-এর এন্ট্রেন্স বরাবর হযরতের গাড়ি দাঁড়ানো। ড্রাইভার পরিচিত। তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বললাম। হযরত তখনো আসেননি। দশটা প্রায় বাজে। আমার অযু নেই। ভাবলাম এই ফাঁকে অযু করে আসি। বুযুর্গদের সাথে দেখা হওয়ার আগে নিজেকে পবিত্র করা ভালো। আমার হাতে একটা ব্যাগ ছিল। ব্যাগটা গাড়িতে রেখে অযু করতে গেলাম। আমি বুয়েট থেকেই পাশ করেছি। সুতরাং সবকিছু চেনা। সোজা দোতলায় চলে গেলাম। বাথরুমে ঢুকে নিশ্চিন্তে অযু করলাম।

গাড়ির কাছে ফিরে আসতেই দেখি হযরত দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক দাঁড়িয়ে না, পায়চারী করছেন। আমাকে দেখেই হযরত ভীষণ গোস্বা হলেন। আমি তো ভয়ে অস্থির। কী করেছি বুঝতে পারলাম না। দশটা বেজে পাঁচ মিনিট। আমার পাঁচ মনিট দেরি হয়ে গেছে। অযু করতে গিয়ে আর ঘড়ির দিকে খেয়াল করা হয়নি। কাছে আসতেই হযরত বললেন,

‘তুমি কোথায় গিয়েছিলে?’
‘অযু করতে গিয়েছিলাম।’
‘গাড়িতে ব্যাগ রেখে গেছ কেন? আমাকে আটকে রেখে গেলে কেন? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখন তোমার ব্যাগের জন্য যেতেও পারছি না।’

আমি পুরোপুরি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কথা বলতে পারছি না। তাকাতেও পারছি না। নীরব দাঁড়িয়ে থাকলাম। হযরত বলেই চলছেন, ‘তোমার দেরি হতেই পারে। এজন্য আমাকে এভাবে বিপদে ফেললে কেন? আমি চলে যেতাম। তুমি পরে আসতে। ওঠ, এখন গাড়িতে ওঠ।’

আমি ভয়ে লজ্জায় গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি চলছে। বুয়েট থেকে শহরের দিকে কোথাও প্রোগ্রাম ছিল। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পার হতেই হযরত বললেন, ‘এখন তো কোনো নামায পড়ার সময় নয়। নফল অযু। এসময় নফল ইবাদতের জন্য এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার ছিল না।’

অনেক পরে বুঝেছি, বুযুর্গদের সাথে দেখা হওয়াটাই অনেক বড় ইবাদত। তাদের সামান্য সোহবত অনেক নফল ইবাদতের চেয়ে দামী। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।